দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 7 MAR 2003 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

১৫ মন্ত্রণালয় হ্রাসের সুপারিশ

১৭ দফতর বিলোপ ও ২৫ সংস্থা একীভূত করতে সচিব কমিটির রিপোর্ট পেশ

মাঈনুল আলম ॥ সরকারের জনবল সুষমকরণ সংক্রান্ত সচিব কমিটি মন্ত্রণালয়ের সংখ্যা ১৫টি হ্রাস, ১৭টি সরকারী দপ্তর পুরোপুরি বিলুপ্ত ও ২৫টি দপ্তর একীভূতসহ বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ করেছে। সচিব কমিটি সরকারী কর্মচারীদের অবসর গ্রহণের বিধান পুনর্বিন্যাস, মন্ত্রণালয়গুলোকে তিনটি গ্রুপে বিভক্ত করা ও বিভিন্ন ক্যাডার সার্ভিস পুনর্গঠনেরও সুপারিশ করেছে। চারদলীয় জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর বিগত আওয়ামী লীগ সরকার ও আগের বিএনপি সরকারের আমলে প্রশাসনিক সংস্কারের উদ্দেশ্যে গঠিত বেশ কয়েক কমিশন ও কমিটির রিপোর্ট পর্যালোচনার উদ্যোগ নেয়। সেই হিসেবে বস্ত্র সচিব সৈয়দ তানভীর হোসেনকে এক সদস্যের সচিব কমিটিকে আগের রিপোর্টগুলো বিবেচনা করে 'জনবল সুষম করণের' সুপারিশ পেশের নির্দেশ দেয়। সৈয়দ তানভীর কমিটি বেশ কয়েক মাস কাজ করার পর সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ডঃ কামাল উদ্দিন সিদ্দিকীর নিকট রিপোর্ট পেশ করেছে। (২য় পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

১৫ মন্ত্রাণালয়

(প্রথম পৃঃ পর)

কমিটি এনাম কমিটি, মুয়ীদ কমিটি, নুরুন নবী কমিটি এবং বিগত সরকারের আমলে এ টি এম শামসুল হকের নেতৃত্বে গঠিত জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের রিপোর্ট পরীক্ষা করে।

সচিব কমিটি সচিবালয়ে মন্ত্রণালয়গুলোকে প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপনা, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক ভৌত অবকাঠামো-এই গ্রুপে বিভক্ত করার সুপারিশ করেছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এই গ্রুপিং-এর বাইরে থাকবে। প্রস্তাবিত তিনটি গ্রুপে উপ সচিব ও তদূর্ধ্ব মর্যাদার কর্মকর্তা নির্দিষ্ট থাকবেন।

কমিটি কৃষি, মৎস্য ও পশু সম্পদ এবং বন মন্ত্রণালয় মিলে 'কৃষি, বন ও পশু সম্পদ' মন্ত্রণালয়, খাদ্য এবং ত্রাণ মিলে ১টি 'খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা', বস্ত্র, বাণিজ্য, পাট ও শিল্প মন্ত্রণালয় মিলে ১টি 'শিল্প ও বাণিজ্য' মন্ত্রণালয় করার সুপারিশ দিয়েছে। সমাজকল্যাণ এবং মহিলা ও শিশু মন্ত্রণালয় মিলে ১টি- 'মহিলা ও সমাজকল্যাণ' মন্ত্রণালয়, শিক্ষক এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় মিলে ১টি, সংস্কৃতি এবং যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় মিলে ১টি, টেলিযোগাযোগ ও যোগাযোগ মন্ত্রণালয় মিলে একটি, নৌ পরিবহন এবং সিভিল এভিয়েশন মন্ত্রণালয় মিলে একটি মন্ত্রণালয় করার সুপারিশ করেছে। সব মিলিয়ে ১৫টি মন্ত্রণালয় হ্রাস করার সুপারিশ করা হয়।

তানভীর কমিটির সুপারিশে ১৭টি দপ্তর বিলুপ্ত করার জন্য বলা হয়। সেগুলো হচ্ছে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের ইনস্টিটিউট অব ডিফেন্স সাইন্স, চীফ এডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসারের দপ্তর, আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ দপ্তর, যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের ডিপার্টমেন্ট অব রেলওয়ে ইন্সপেকশন, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আঞ্চলিক উপপরিচালকের অফিসসমূহ, বেনবেইস, সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের কপিরাইট অফিস, কৃষি মন্ত্রণালয়ের কৃষি বিপণন ও কৃষি তথ্য সার্ভিস, মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মৎস্য ও পশু সম্পদ তথ্য অফিস প্রভৃতি। এছাড়া খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো, বৈদ্যুতিক উপদেষ্টা, বস্ত্র অধিদপ্তর, হাউজিং অধিদপ্তর, ঢাকা মশক নিয়ন্ত্রণ অফিস, আমদানী রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের অফিস বিলুপ্তির সুপারিশ করা হয়।

তানভীর কমিটি ২৫টি দপ্তর অন্য দপ্তরের সাথে একীভূত করার সুপারিশ করেছে। সেগুলোর মধ্যে তথ্য অধিদপ্তরকে গণযোগাযোগ অধিদপ্তরে কপি রাইট অফিস ন্যাশনাল আর্কাইভসে, ভূমি আপীল বোর্ডকে ভূমি সংস্কার বোর্ডে একীভূত করা উল্লেখযোগ্য।

জনবল সুষমকরণ সংক্রান্ত তানভীর কমিটি আইনগত কাঠামো, দক্ষতা উন্নয়ন, পেশার উৎকর্ষতা ও প্রশিক্ষণ অপচয় রোধ ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বাজেট সাশ্রয়- এই চারটি ধারণার উপর ভিত্তি করে সুপারিশ প্রণয়ন করে। কমিটি এসব সুপারিশ বাস্তবায়নের জন্য প্রধানমন্ত্রীর অফিস ও সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি প্রশাসনিক দক্ষতা উন্নয়ন বিভাগ সৃষ্টির সুপারিশ করেছে। কমিটি সরকারী কর্মচারীদের অবসরের বয়সসীমা ৫৭ থেকে তিন বছর বাড়িয়ে ৬০ করার কথা বলেছে। পাশাপাশি স্বেচ্ছায় অবসরের ক্ষেত্রে দু'ধরনের বিধানের সুপারিশ করেছে। সেগুলো হচ্ছে বর্তমানে কার্যকর ২৫ বছরের বদলে ২০ বছর চাকরি পূর্তির পর পূর্ণ আর্থিক সুবিধাসহ স্বেচ্ছায় অবসর ও শতকরা ৬৪ ভাগ আর্থিক সুবিধাসহ ১৫ বছর চাকরি পূর্তির পর অবসর গ্রহণ। মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন সরকারী দপ্তরের রক্ষণাবেক্ষণ কাজ পুরোপুরি বেসরকারী খাতে চুক্তিভিত্তিতে দেয়া যায়।

তানভীর কমিটি উপ-সচিব ও তদূর্ধ্ব পর্যায়ের ১০ শতাংশ পদ বাইরে থেকে নিয়োগের (লেটারেল এন্ট্রি) সুপারিশ করে। পদোন্নতি, নিয়োগ ও বদলির ক্ষেত্রে কেবল মেধা আর যোগ্যতাই বিবেচিত হবে। তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর সকল পদ চুক্তিভিত্তিতে নিয়োগের সুপারিশ করে কমিটি। কমিটি সরকারী খাতের অপ্রয়োজনীয় ও অতিরিক্ত জনবল হ্রাসের জন্য অন্য কমিটি গঠনের সুপারিশ করে।